যুগান্তর

তারিখ 17 JAN 2015
পৃষ্ঠা ০২ কলাম ০৪

১৭২ শিক্ষককে নিয়োগের নির্দেশ কেন নয় : হাইকোর্ট

যুগান্তর রিপোর্ট

রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্যানেলের আরও ১৭২ জনকে নিয়োগের নির্দেশ কেন দেয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। পৃথক দুটি রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি কাজী মো. ইজারুল হক আকন্দের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ মঙ্গলবার এ রুল জারি করেন। সরকারের সংশ্লিষ্টদের চার সপ্তাহের মধ্যে এ রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

রিটের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন অ্যাডভোকেট ছিদ্দিক উল্লাহ মিয়া এবং রাষ্ট্রপক্ষে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আমাতুল করিম। জানতে চাইলে আমাতুল করিম যুগান্তরকে বলেন, পৃথক দুটি রিটের শুনানি নিয়ে আদালত রুল ইস্যু করেছেন। চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য ২০০৯ সালে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। এরপর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে নিয়োগের জন্য ২০১২ সালের ৯ এপ্রিল মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়। নিয়োগের জন্য মোট উত্তীর্ণ হন ৪২ হাজার ৬১১ জন। এর মধ্যে ১০ হাজারের মতো নিয়োগ দেয়ার পর সরকার নিয়োগ বন্ধ করে দেয়। আইনজীবী ছিদ্দিক উল্লাহ মিয়া জানান, সরকারের এ সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বরগুনার মনসুরা আক্তারসহ ১২২ জন একটি এবং ঝিনাইদহ জেলার উজ্জ্বল কুমার, একই জেলার কালীগঞ্জ থানার আমিন উদ্দিনসহ ৫০ জন রোববার আরও একটি রিট দায়ের করেন। দুটি রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে মঙ্গলবার হাইকোর্ট রুল জারি করেন। এর আগে ১৫ ডিসেম্বর একই বেঞ্চ পৃথক তিনটি রিটের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে ২৬৮ জনকে নিয়োগের নির্দেশ দেন।